Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## নারী শিক্ষা ও ইসলাম


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাবেয়া বসরী

রোলঃ ২৩১০০১২০৪০২


৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM




## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## নারী শিক্ষা ও ইসলাম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাবেয়া বসরী

রোলঃ ২৩১০০১২০৪০২

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

**প্রত্যয়ন পত্র**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নারী শিক্ষা ও ইসলাম " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রাবেয়া বসরী, আইডিঃ ২৩১০০১২০৪০২ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নারী শিক্ষা ও ইসলাম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাবেয়া বসরী

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

**রাবেয়া বসরী**

আইডিঃ ২৩১০০১২০৪০২

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র


ভুমিকা:.....5

গবেষণার উদ্দেশ্যঃ.....6

গবেষণার গুরুত্বঃ.....6

ইসলাম ও শিক্ষার ধারণাঃ.....7

নারী শিক্ষার ব্যাপারে ইসলাম কি বলে?.....7

ইসলামে নারীদের ইলমে দ্বীন শিক্ষার গুরুত্বঃ.....8

ইসলামে নারী শিক্ষার অবস্থান ও উদ্দেশ্যঃ.....12

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও বোনদের জন্য কিছু পয়েন্টঃ.....14

কোরআন ও হাদিসে নারী শিক্ষার গুরুত্ব :.....15

ইতিহাসের আলোকে নারী শিক্ষা:.....16

মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধকতাঃ.....19

নারী শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন :.....20

ইসলামি শিক্ষার কাঠামোতে নারী শিক্ষা:.....20

ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্বঃ.....20

ইসলামে নারীর মর্যাদাঃ.....23

নারীদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্বঃ.....29

আধুনিক বিশ্বে নারী শিক্ষা ও ইসলামের অবস্থানঃ.....30

যুগে যুগে নারী শিক্ষার স্বরূপ বিশ্লেষণঃ.....31

নবী সাঃ এর যুগে নারী শিক্ষাঃ.....31

ফরজে কিফায়া ও অন্যান্য জ্ঞানঃ.....33

উপসংহারঃ.....34

তথ্যসূত্রঃ.....35

**بسم الله الرحمن الرحيم**

# ভুমিকা:

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য জ্ঞান অর্জনকে ফরজ বা বাধ্যতামূলক করেছে।ইসলাম নারীকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেনি। বরং নারী পুরুষের জ্ঞান অর্জনের সমান অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে। নারী শিক্ষাকে নারীদের আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রদত্ত এক ধরনের জ্ঞান হিসেবে গণ্য করা হয়। এই জ্ঞান আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার আকারে হতে পারে। অর্থাৎ নারী শিক্ষা হলো নারীদেরকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করা। ইসলামে জ্ঞান অর্জনকে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাআলা কুরআনের প্রথম ওহিতেই বলেছেন -পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছে। এই নির্দেশনা নারী ও পরুষ উভয়ের উভয়ের জন্য সমান ভাবে প্রযোজ্য।কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় কিছু সমাজে নারীদের শিক্ষার অধিকার সীমিত করা হয়েছে এবং ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে নারী শিক্ষাকে বাঁধাগ্রস্ত করা হয়েছে।অথচ ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইসলামের শুরু থেকেই নারী শিক্ষা গ্রহণ, জ্ঞানচর্চা, গবেষণা, চিকিৎসা,সাহিত্য ও সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।জাহেলী যুগের অন্ধকারচ্ছন্ন সমাজ থেকে নারীদের আলোকিত পথে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান অনস্বীকার্য।ইসলামের

ইতিহাসে নারীরা জ্ঞান চর্চায় সমান অংশগ্রহণ করেছেন। উম্মুল মুমিনহিন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)এর মতো অসংখ্য নারী সাহাবী ইসলামের জ্ঞানগত ভিত্তি তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি একাধারে ফিকাহ, হাদিস, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ও কাব্য সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন। বহু সাহাবী এবং তায়েবী তার কাছ থেকে শিক্ষকা গ্রহণ করতেন মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হলো শিক্ষা। পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের শিক্ষিত করে তোলা ছাড়া কোন দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।মা হলেন সন্তানের প্রধান শিক্ষক। তাই একটি শিক্ষিত পরিবার ও সমাজ গঠনে নারী শিক্ষার কোন বিকল্প নেই।শিক্ষা হল নারীর ক্ষমতায়ন স্বাবলম্বতা ও সচেতনা বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। একজন শিক্ষিত মা শুধু নিজের আলোকিত হয় না বরং তার পুরো পরিবার ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলেন।তাই

ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও নারী শিক্ষার সম্পর্ক নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

## গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা এবং সমাজে প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করা। এছাড়াও নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ রয়েছে:
ইসলামে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা।
নারী শিক্ষার প্রতি ইসলামের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা। কুরআন ও হাদিসের আলোকে নারী শিক্ষার বৈধতা ব্যাখ্যা করা। ইসলামের ইতিহাসে শিক্ষিত নারীদের অবদান তুলে ধরা। বর্তমান মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা বিশ্লেষণ করা।নারী শিক্ষা বিস্তারে করণীয় নির্ধারণ করা।

## গবেষণার গুরুত্বঃ

নারী শিক্ষা নিয়ে ইসলামের অবস্থান সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা সমাজে প্রচলিত রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন ইসলাম নারী শিক্ষার বিরোধিতা করে। বাস্তবে এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এই গবেষণা সমাজে ইসলামের প্রকৃত বার্তা পৌঁছে দিতে সহায়ক হবে।
এই গবেষণার মাধ্যমে মানুষ বুঝতে পারবে যে ইসলাম নারীকে সম্মান দিয়েছে, শিক্ষা গ্রহণের অধিকার দিয়েছে এবং সমাজ উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করেছে। একইসঙ্গে এই গবেষণা নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও সামাজিক উন্নয়নে এর প্রভাব তুলে ধরা হবে।

## ইসলাম ও শিক্ষার ধারণাঃ

ইসলামে শিক্ষা বলতে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বোঝায় না; বরং মানুষের আত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনকেও বোঝায়। ইসলাম মানুষকে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় এবং কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কে সচেতন হতে শিক্ষা দেয়।
মহান আল্লাহ বলেন:

“বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান?” — (সূরা আয-যুমার: ৯)
এই আয়াতের মাধ্যমে জ্ঞানীদের মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামে জ্ঞান অর্জন ইবাদতের অংশ। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজকে আলোকিত করতে পারে এবং মানবকল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারে।

## নারী শিক্ষার ব্যাপারে ইসলাম কি বলে?

পবিত্র কোরানে বারবার মানুষকে পড়াশোনা করতে, জ্ঞানার্জনে ব্রতী হয়ে আল্লাহর সৃষ্টিকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে বলা হয়েছে। কিন্তু কোথাও জ্ঞান শিক্ষার কথা এককভাবে পুরুষদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়নি। আর সে জন্য মহানবি (সা.)দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করেছেন, প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞানার্জন ফরজ-অবশ্য কর্তব্য। তাঁর অনুসারীরা মূর্খ হোক, এমন কামনা করেননি আল্লাহর রাসুল (সা.)। তাই তিনি সাবধান করে বলেছিলেন, অজ্ঞতা-মূর্খতা অপেক্ষা বড় দারিদ্র্য আর নেই। জ্ঞানীর নিদ্রা মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা উত্তম। আরবের মাটিতে উম্মি নবি (সা.)নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষা গ্রহণকে ফরজ বলে ঘোষণা করেছেন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগের নারীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। হজরত মোহাম্মদকে (সা.) শিক্ষানুরাগী মহিলারা একবার বললেন, আপনি জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্য সবসময় পুরুষদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন। তাই আমাদের জন্য একদিন নির্দিষ্ট করুন। মহানবি (সা.) সে অনুযায়ী তাঁদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। এমনকি তিনি প্রতিনিধি পাঠিয়েও

নারীদের শিক্ষা দিতেন। ফলে অনেক মহিলা জ্ঞানীর উদয় হয়েছিল, যারা ইসলামের মহান শিক্ষা প্রচারে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইসলামী দর্শন নারী শিক্ষার উৎসাহদাতা ও পথপ্রদর্শক। ইসলামে নারী শিক্ষার সুযোগ সীমিত এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। মুসলিম সমাজেও মহিলা শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও প্রযুক্তিবিদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং যত দূর সম্ভব ইসলামী জীবনবিধান প্রদত্ত সীমারেখা ও অনুশাসন মেনে নারীর জন্য উপযুক্ত শিক্ষা তথা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। ধর্মীয় শিক্ষায় উচ্চপর্যায়ের শিক্ষা লাভের জন্য কোরান তাফসির, হাদিস, ফিকাহ ইত্যাদি শাখায় তাদের জন্য পঠন-পাঠনের বিশেষ ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। এমনকি সুস্থ মাতৃত্বের জন্য মেয়েদের পৃথক শিক্ষারও প্রয়োজন রয়েছে। নারী শিক্ষার প্রধান বাধা হলো উপযুক্ত পরিবেশের অভাব। নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে কোনো ধরনের শিক্ষাকে ইসলাম সমর্থন করে না। অনেকে ভাবেন, পর্দা প্রথা নারী শিক্ষা ও নারী প্রগতির অন্তরায়। কিন্তু ইসলামের পর্দা নারীর মান-সম্মান, সম্ভ্রম ও ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। পর্দা প্রথার দোহাই দিয়ে নারীকে গৃহবন্দি রেখে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করা ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর জীবনবিধানের প্রতি অবজ্ঞা করা ছাড়া কিছু নয়।

## ইসলামে নারীদের ইলমে দ্বীন শিক্ষার গুরুত্বঃ

ইসলামে নারীদের ইলমে দ্বীন বা ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য।কারণ একজন নারী শুধু ব্যক্তি হিসেবেই নয়,বরং মা,স্ত্রী ও সমাজ গঠনের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাসূলুল্লাহ(সঃ) বলেছেন طلب العلم فريضة على كل مسلم জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের (নর-নারী) জন্য ফরজ (ইবনে মাজাহ)।সূরা নূরে নারীদের পবিত্রতা ও কিছুটা বিষদ আলোচনা করা হয়েছে।রাসুল (সাঃ) সূরা নূর শিক্ষা দেওয়ার প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন।তিনি বলেছেন।علموانساءكمسؤرةالنؤر

তোমরা তোমাদের নারীদের সূরা নূর শিক্ষা দাও।

৬৪

তাই ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য নারীদের ইলমে দ্বীন শিক্ষার বিকল্প নেই।

ইলমে দ্বীন শিক্ষার গুরুত্ব সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ

(১)ব্যক্তিগত ইবাদত ও আত্মশুদ্ধিঃ

সিদ্ধান্তে থেকে সুরক্ষা বিভ্রান্তি থেকে সুরক্ষা একজন মুসলিম হিসেবে শুদ্ধভাবে পবিত্রতা অর্জন,নামাজ,রোজা এবং অন্যান্য হুকুম -আহাকাম পালনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নারীর ওপর ফরজ। দ্বীনি শিক্ষা ছাড়া নির্ভুলভাবে ইবাদত করা সম্ভব নয়।

(২) আদর্শ মা ও প্রথম শিক্ষকঃ

সন্তানের প্রথম পাঠশালা হল তার মায়ের কোল।মা যদি দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত হন,তবেই তিনি সন্তানকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও উন্নত নৈতিকতায় গড়ে তুলতে পারেন। একটি শিক্ষিত মা মানেই একটি আদর্শ ও সভ্য প্রজন্ম।

(৩) আদর্শ পরিবার ও সমাজ গঠনঃ

পরিবার শৃঙ্খলা রক্ষা, স্বামীর অধিকার সন্তানদের লালন পালনে ইসলামের বিধান জানা থাকলে একটি সুখি পরিবার গঠন সহজ হয়। নারীরা যখন দ্বীনি জ্ঞানে সমৃদ্ধ হন, তখন পুরো সমাজে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

(৪) বিভ্রান্তি থেকে সুরক্ষাঃ

বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া ও বিভিন্ন মাধ্যমে ইসলামের নামে নানা ভুল তথ্য প্রচারিত হয়।সঠিক দ্বীনি জ্ঞান থাকলে নারীরা এসব বিভ্রান্তি ও কুসংস্কার থেকে নিজেকে এবং পরিবারকে রক্ষা করতে পারেন।

(৫) দাওয়াহ বা ইসলামের প্রচারঃ

নারীদের মাঝে দিনের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য নারী আলিম বা শিক্ষিত নারীদের ভূমিকা অপরিসীম। অনেক ব্যক্তিগত মাসআলা থাকে যা নারীরা অন্য একজন নারীর কাছ থেকেই স্বাচ্ছন্দ্যে শিখতে পছন্দ করেন।

কুরআনের আলোকে নারী শিক্ষাঃ

পবিত্র কোরআনে বহু আয়াতে জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কোথাও নারীকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার কথা বলা হয়নি। বরং নারী-পুরুষ উভয়কে চিন্তা,গনেষনা ও জ্ঞান অর্জনের আহ্বান জানানো হয়েছে

মহান আল্লাহ বললেন :

فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدنى علما

সুতরাং আল্লাহু মহান যিনি সত্যিকার অধিপতি তোমার প্রতি ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তুমি কোরআন পাঠে তাড়াহুড়া কর না এবং তুমি বলো,
হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন ।

(সূরা ত্ব-হাঃ১১৪)

এই দোয়া নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য প্রয়োজ্য।

আরও বলা হয়েছে:

يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين
أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.

হে মুমিনগণ, তোমাদেরকে যখন বলা হয়, মজলিসে স্থান করে দাও, তখন তোমরা স্থান করে দেবে।
আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান করে দেবেন।
আর যখন তোমাদেরকে বলা হয় তোমরা উঠে যাও, তখন তোমার উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহর সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।
(সূরা আল-মুজাদিলা :১১)

এখানে নারী পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি।ইসলামের জ্ঞানী মর্যাদার প্রধান ভিত্তি। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা নারী পুরুষ সকল বিশ্বাসীকে লক্ষ করে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন ।তবে তিনি শুধু জ্ঞান অর্জনের তাকীদই দেননি ,জ্ঞান অর্জনের মর্যাদার বিষয়টি আল কুরআনে একাধিক বার ব্যবহার করেছেন।

# ইসলামে নারী শিক্ষার অবস্থান ও উদ্দেশ্যঃ

ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে শিক্ষা অর্জনের নির্দেশ দেয় এবং উৎসাহ প্রদান করে। কুরআন-হাদিসে এমন কোনো উক্তি নেই যা নারীর শিক্ষা গ্রহণকে নিষিদ্ধ করে কিংবা নিরুৎসাহিত করে। ইসলামের ইতিহাসে অনেক আলিমা, মুহাদ্দিসা, ফকিহা ও খ্যাতনামা নারীদের দৃষ্টান্ত আছে। যেই সাতজন মহান ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের প্রজ্ঞা গণমানুষের কাছে পৌঁছেছে, তাদের একজন হলেন উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা। এমনকি ইসলামি ইতিহাসে নারীরা ফতোয়া প্রদানের খেদমতও আঞ্জাম দিয়েছেন।

ইসলামে নারীর শিক্ষা কোনো গৌণ বিষয় নয়; বরং এটি একটি আবশ্যকীয় বিষয়। এজন্য কেউ নারীর শিক্ষাকে নিষিদ্ধ করতে পারে না। এমনকি কোনো নারী যদি উচ্চশিক্ষাও অর্জন করতে চায়, তবে তাকে বাধা দেওয়া বৈধ হবে না। তবে সেই শিক্ষা, তার পরিবেশ ও উদ্দেশ্য অবশ্যই নারীর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্বের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া যাবে না। ইসলামি শরিয়াহর নীতিমালা ও চাহিদার পরিপন্থি হওয়া যাবে না।
বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ত্রুটি এটাই যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কাউকেই এই শিক্ষা তাদের প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে সচেতন করে না। তাদের আদর্শ পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী হিসেবে গড়ে তোলার শিক্ষা এখানে নেই।

উপনিবেশ আমলে যখন মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তখন শায়খ মুস্তফা আস সবারি রহিমাহুল্লাহ কওলি ফিল মারআহ ওয়া মুকারানাতুহু বি আকওয়ালি মুকাল্লিদাতিল গারবি নামক গ্রন্থ লেখেন। এই বইয়ে তিনি বলেন, আমি মনে করি নারীদের শিক্ষার ভিত্তি হওয়া উচিত তাদের প্রধান ও স্বভাবজাত দায়িত্ব পালন। অর্থাৎ পরিবার পরিচালনা, সন্তান প্রতিপালন ও তাদের চরিত্র গঠন। এবং তাদের শিক্ষার ভিত্তি হওয়া উচিত পারিবারিক ব্যবস্থাপনা, সুস্থতা ও অর্থনীতির ওপর। সব কাজে ও সর্বক্ষেত্রে পুরুষদের সমান হওয়ার জন্য তাদের শিক্ষা কর্মসূচি হওয়া উচিত নয়। কারণ এটা সম্ভবও না, কল্যাণকরও না। আর নারী-পুরুষের সমতার

যেই দাবি, এটা কখনোই সম্ভব নয়। একজন পুরুষের জন্য যেসব বিষয় উপযুক্ত, তার সবগুলো একজন নারীর জন্য উপযুক্ত হবে না। একই কথা বিপরীত ক্ষেত্রেও।

এজন্য নারী-পুরুষের শিক্ষা কর্মসূচি এক হওয়া মারাত্মক ক্ষতিকর। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই হলো, সমাজের সদস্যদের স্ব স্ব দায়িত্বে দায়িত্ববান করে তোলা। দীনের বুনিয়াদি শিক্ষার পর স্ত্রী ও মা হিসেবে একজন নারীর শিক্ষায় প্রথম অগ্রাধিকার পাবে এই সংক্রান্ত শিক্ষা অর্জন করা। এজন্য শায়খ মুস্তফা আস সিবায়ি রহিমাহুল্লাহ মনে করতেন, বিশেষভাবে পরিবার পরিচালনা-সংক্রান্ত বিদ্যা মেয়েদের পাঠ্যসূচিতে বেশি পরিমাণ থাকা উচিত। যাতে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে সফলতা অর্জন সহজ হয়।
পাশাপাশি মেধা অনুপাতে এবং দীন, উম্মাহ ও সমাজের প্রয়োজনে তার ফিতরাতের সাথে সামঞ্জশ্যপূর্ণ বিভিন্ন শাস্ত্রেও একজন নারী ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারে। নারীর শিক্ষা কর্মসূচি এমন হতে হবে, যা তাকে আদর্শ স্ত্রী ও মা হিসেবে গড়ে তুলবে। তাকে পুরুষের সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার বাসনায় উন্মাদ করবে না। তাকে পরিবার থেকে বিমুখ করে বহির্মুখী করে তুলবে না। তাকে এমন কোনো পেশা কিংবা পরিবেশে ঠেলে দেবে না, যেখানে তার নারীত্ব ও মর্যাদা মারাত্মকভাবে শোষিত হয়, কিন্তু সেটা সে অনুভবও করতে পারে না।

ইসলামে নারীশিক্ষা কর্মসূচির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এই কর্মসূচি প্রথমে তাকে আল্লাহর আবদিয়্যাত বাস্তবায়নের চেতনায় উজ্জীবিত করবে। তারপর তাকে একজন আদর্শ পরিবার পরিচালক ও প্রজন্ম তৈরির কারিগর হিসেবে গড়ে তুলবে। সবশেষে তার ফিতরাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক ক্ষেত্রগুলোতে সেবা দেওয়ার জন্য তাকে যোগ্য করে তুলবে।

# আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও বোনদের জন্য কিছু পয়েন্টঃ

১) ইসলামের বিধান বজায় রেখে নারীশিক্ষার চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কখনোই নারীদের প্রয়োজনীয় উচ্চশিক্ষা থেকে নিবৃত্ত করতে চাইনা আমরা চাই উচ্চশিক্ষার ইসলাম সম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করতে। তবে যতক্ষণ সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত না হয় ততক্ষণ এই উচ্চশিক্ষা আবশ্যক না।
উপরে উল্লিখিত সকল আলোচনা রুখসতের অন্তর্ভুক্ত। নতুবা আযীমত বা তাক্বওয়ার দাবী হচ্ছে অইসলামিক সিস্টেমের সাথে সংযুক্তই না হওয়া।
আমরা বিশ্বাস করি জাগতিক শিক্ষার চেয়ে ইসলামের মূল্য অনেকবেশি। আমাদের জীবনের সবকিছুর চেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনেকগুন বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

২) পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক দায়িত্ব সাধারণত পুরুষদের। এজন্য তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষা লাভের পাশাপাশি সার্টিফিকেট লাভ মূখ্য বিষয়।কারণ সার্টিফিকেট ছাড়া জব কিংবা কোন প্রকার কর্মসংস্থানে আসা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু বোনদের উপর এই দায়বদ্ধতা নেই। ( নির্দিষ্ট পরিস্থিতির শিকার হওয়া ছাড়া) বোনদের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট মূখ্য না হয়ে শিক্ষা লাভই মূখ্য হওয়া উচিত। ফলে সম্ভব হলে ইসলামবান্ধব কিংবা ব্যক্তিগত বা অনলাইন শিক্ষার ব্যবস্থাকেই বোনদের প্রায়োরিটি দেয়া উচিত।

৩) বাবা মা অথবা গুরুজনরা যদি কখনো সরাসরি অইদসলামিক কোন পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করে তাহলে ভদ্রভাবে বিনয়ের সাথে তা এড়িয়ে যেতে হবে। ইসলাম যেমনিভাবে কোন অবস্থাতেই গুরুজনের অসম্মানকে সমর্থন করেনা তেমনিভাবে কোন অবস্থাতেই কারো ইসলাম বিরোধী নির্দেশ মেনে নেয়াকে অনুমোদন করেনা।
রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবেনা।
সৃষ্টির আনুগত্য শুধুমাত্র শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ ও গ্রহনযোগ্য বিষয়ে করা যাবে।
আবার এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে পরিবারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া, কিংবা তাদেরকে উত্তেজিত করে নিজের দ্বীন পালনকে কঠিন করে ফেলা মোটেও উচিত হবে না। এতে করে অনেক দ্বীনদার বোনকে দ্বীনহীন হতে হয় কিংবা আরো সংকীর্ণ ও দুর্বিষহ অবস্থায় পতিত হতে হয়।

৪) যদি কোন নারী পরিবারের চাপে অনৈসলামিক পরিবেশে পড়াশোনা করতে একান্তই বাধ্য হন এবং আর্থসামাজিক সমস্যা সহ অন্যান্য কারনে পরিবারের বিপরীতে সেখান থেকে সরে আসা তার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে, সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও তিনি ব্যর্থ হন তাহলে তিনি মা'যুর। অক্ষম। আমরা আশা করি আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করবেন।

৫)তারপরেও সেকুলার প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করতে হলে জেনারেল শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে মেয়েরা অবশ্যই অবশ্যই গার্লস স্কুল বা উইমেন্স কলেজ বেছে নিতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। পর্দাহীন সহশিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে কোনক্রমেই ভর্তি হবেনা। বাবা মায়েরা এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।
গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে মেয়েদের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে অথবা যে প্রতিষ্ঠানে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের স্বতন্ত্র ব্যাবস্থা আছে সেখানে ভর্তি হবে। এমন কোন ব্যবস্থা না হলে এবং পরিবেশ পরিস্থিতির কারনে ভর্তি হওয়া খুব জরুরী হলে অবশ্যই এমন ইউনিভার্সিটি বেছে নেবে যেখানে সম্মিলিত শিক্ষা ব্যাবস্থা সত্ত্বেও তার পর্দা-নিকাব করার পূর্ণ অধিকার থাকবে।
মুসলমান ছাত্র ছাত্রীরা শুধু সেসব বিষয়েই ভর্তি হবে যেগুলো সত্যিকারার্থে মানবজীবনের জন্য জরুরী।এছাড়া অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় বিষয় যেমন, অভিনয়, চারুকলা(মূর্তি, ভাস্কর্য, আঁকাআকি, নৃত্য) ইত্যাদি সেক্টরে পড়াশুনা বৈধ না।

## কোরআন ও হাদিসে নারী শিক্ষার গুরুত্ব :

কোরআন মাজিদের প্রথম ওহি নাজিল হয়েছিল ‘ইকরা’ তথা ‘পড়’ শব্দটির মাধ্যমে। এটি এক গভীর তাৎপর্য বহন করে। কোরআনের সুরা ‘আলাক’-এর প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে- ‘পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।’ (সুরা আলাক: ১)

এই ‘পড়ো’ নির্দেশনা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, ‘জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ।’ (ইবনে মাজাহ: ২২৪) এই হাদিসেও জ্ঞান অর্জনকে নারী-পুরুষ সকলের জন্য ফরজ করা হয়েছে।

## ইতিহাসের আলোকে নারী শিক্ষা:

ইসলামের ইতিহাসে নারী শিক্ষা কোনো নতুন ধারণা নয়; বরং প্রাচীন কাল থেকেই নারীরা জ্ঞানার্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) ছিলেন একজন মহান শিক্ষাবিদ। তিনি একাধারে ফিকাহ, হাদিস, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও কাব্য সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন। বহু সাহাবি এবং তাবেয়ি তাঁর কাছ থেকে হাদিস ও ফিকাহ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

হাদিস শরিফে রয়েছে, একদা কিছু নারী নবীজি (সা.)-কে অনুরোধ করেন যেন তিনি নারীদের জন্য আলাদা দিনে শিক্ষা দান করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে নারীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা সেশন চালু করেন। এটি নারীর শিক্ষা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নববি উদারতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষিত নারীদের অবদানঃ

ইসলামের ইতিহাসে  অসংখ্য শিক্ষিত ও জ্ঞানী নারীর অবদান রয়েছে। তারা শুধু ধর্মীয় জ্ঞানেই নয়, চিকিৎসা, সাহিত্য শিক্ষা ও সমাজ  সংস্কারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ)

তিনি ছিলেন ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারী শিক্ষাবিদ। তিনি  দুই হাজারেরও বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন। সাহাবীরা বিভিন্ন বিষয়ে তার কাছে পরামর্শ নিতেন।

হযরত খাদিজা (রাঃ)

তিনি ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী ও জ্ঞানী নারী। ইসলামের প্রচারে তার অবদান অপরিসীম।

উম্মে সালমা( রাঃ)

তিনি ছিলেন  জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান নারী। ইসলামী আইন ও সামাজিক বিষয়ে তার মতামত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

ফাতেমা আল ফিহরিঃ

তিনি বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন যা মরক্কোর কারাওয়াইন  বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত।

এই উদাহরণগুলো প্রমাণ করে যে ইসলাম নারীকে শিক্ষা ও নেতৃত্বের সুযোগ দিয়েছে।

নারী শিক্ষা ও নৈতিকতাঃ

ইসলাম কেবল জাগতিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়নি, বরং নৈতিক শিক্ষাকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছে। একজন নারী শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ হলে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন আসে।

নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমেঃ

সততা বৃদ্ধি পায়।

পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়।

সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

অপরাধ প্রবণতা কমে যায়।

ইসলাম নারীকে শালীনতা, সততা ও মানবিকতা শিক্ষা দেয়।

নারী শিক্ষার সামাজিক গুরুত্বঃ

নারী শিক্ষায একটি জাতির উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। একজন শিক্ষিত নারী একটি শিক্ষিত পরিবার গড়ে তুলতে সক্ষম। নারী শিক্ষার ফলে সমাজে নানাবিধ ইতিবাচক পরিবর্তন আসে।

পরিবারের প্রভাব

শিক্ষিত মা সন্তানকে সঠিক শিক্ষা দিতে পারেন। ফলে শিশু নৈতিক ও মানসিক বিকাশ সঠিকভাবে ঘটে ।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন

নারীরা শিক্ষিত হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। তারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং পরিবারের আয় বৃদ্ধি করতে পারে।

স্বাস্থ্য সচেতনতা

শিক্ষিত নারী স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন হন। ফলে পরিবার সুস্থ থাকে।

সামাজিক উন্নয়ন

নারী শিক্ষা সমাজে কুসংস্কার ও নির্যাতন কমাতে সহায়তা করে

# মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধকতাঃ

যদিও ইসলাম নারী শিক্ষাকে সমর্থন করে, তবুও বিভিন্ন কারণে মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষা বাধা গ্রস্থ হয় ।

দারিদ্র

অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে অনেক পরিবার শিক্ষার সুযোগ দিতে পারে না। তারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

কুসংস্কার

কিছু মানুষ মনে করে মেয়েদের বেশি শিক্ষার প্রয়োজন নেই। তারা বেশি শিক্ষিত হয়ে কি করবে। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

বাল্যবিবাহ

অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে অনেক মেয়ের শিক্ষা বন্ধ হয়ে যায়। তারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়।

নিরাপত্তাহীনতা

অনেক এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত নিরাপদ না হওয়ায় পরিবার মেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ করে দেয়। তারা আর পড়াশোনা করতে পারে না।

ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা

কিছু ব্যক্তি ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে নারী শিক্ষাকে নিরুড়ৎসাহিত করে।

## নারী শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন :

একজন শিক্ষিত নারী মানে একটি শিক্ষিত পরিবার, আর একটি শিক্ষিত পরিবার মানেই একটি উন্নত সমাজ। একজন মায়ের কোলে গড়ে ওঠে ভবিষ্যতের নেতা, আলেম, বিজ্ঞানী কিংবা নীতিবান নাগরিক। তাই নারী যদি শিক্ষার আলোয় আলোকিত না হয়, তাহলে সমাজ অন্ধকারেই থেকে যাবে। ইসলাম নারীকে কেবল পর্দার অন্তরালে আবদ্ধ করে রাখেনি; বরং তাদের জ্ঞানচর্চা, বুদ্ধিবৃত্তিক অংশগ্রহণ এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিয়েছে।

## ইসলামি শিক্ষার কাঠামোতে নারী শিক্ষা:

ইসলামে শিক্ষা কেবল ধর্মীয় শিক্ষায় সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামিক দৃষ্টিকোণে বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত, চিকিৎসা ইত্যাদি যাবতীয় উপকারী জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব রয়েছে। নারী যদি শালীনতা, পর্দা ও ইসলামি নীতিমালা মেনে চলে, তবে তাদের জন্য শিক্ষালাভ ও পেশাজীবনে প্রবেশে কোনো বাধা নেই। ইসলাম কখনোই নারীকে পেছনে ফেলে সমাজ গঠনের কথা বলেনি।

## ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্বঃ

মহান আল্লাহপাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে- ‘আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এই জন্য যে, তারা একমাত্র আমারই ইবাদত করবে’ (সূরা জারিয়াত, আয়াত -৫৬)। একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহপাক ইরশাদ করেন- ‘হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার’ (সূরা বাকারা: আয়াত-২১)। সেই ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহপাক একটি শর্ত যুক্ত করেছেন। সেই শর্তটি হচ্ছে ইলিম বা জ্ঞান। ইলম বা জ্ঞান ব্যতীত কোন ইবাদত আল্লাহর দরবারে

কবুল হবে না। এজন্য ইবাদত করার পূর্বে এ সম্পর্কে শিক্ষা অর্জন করা সকলের উপর ফরজ। শিক্ষা লাভ করা থেকে নর-নারী কাউকে বাদ দেয়া যাবে না। কেউ বিরত থাকতে পারবে না। আল্লাহপাক পুরুষকে যেমন শিক্ষা অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন তেমন নারীকেও শিক্ষা অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর বিধানে শিক্ষা অর্জন করা নর-নারীর সমান অধিকার। শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পবিত্র কোরআন নাজিল করে মহান আল্লাহপাক সর্ব প্রথম যে নির্দেশ দিয়েছেন সেই নির্দেশটাই হচ্ছে নর-নারীর জন্য শিক্ষা বিষয়ক। ইরশাদ হচ্ছে-'পড় তোমার প্রভুর নামে" (সূরা আলাক: আয়াত-১)। শিক্ষা ছাড়া আল্লাহকে জানা বুঝা যাবে না বিধায় শিক্ষা অর্জন করা প্রথম ও প্রধান ফরজ। এই ফরজ কাজ থেকে বিরত থাকা মানেই সকল ক্ষেত্রে ধ্বংস ডেকে আনা। মানবতার ইহ-পরকালীন শান্তির একমাত্র পথ হচ্ছে শিক্ষা। আর এই শিক্ষা নর-নারী উভয় কেই অর্জন করতে হবে। ইলম অর্জন করা সকল নর-নারীর উপর ফরজ ঘোষণা করে হযরত আনাস( রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূল( সা.) ইরশাদ করেন- 'ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজ' (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)।

ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যক্তি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে নারীশিক্ষার বিকল্প নেই। বিশেষ করে একটি পরিবারকে সুশিক্ষিত করে তুলতে হলে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। কোরআন হাদীস যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব, নবী সা. সর্ব প্রথম নারীদেরকে শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং এই শিক্ষার বিধান সর্ব প্রথম বাস্তবায়ন করার সুবর্ণ সুযোগ পান রাসুলে পাক( সা.) এর প্রিয় সহধর্মিণী হযরত খাদীজাতুল কুবরা( রা.)। কাজেই নারী শিক্ষার বিষয়টাকে খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। অগণিত হাদীস দ্বারা এটাও সুস্পষ্ট প্রমাণিত- নবী (সা.) নিজেই নারীদেরকে শিক্ষাদান করতেন, নারীদেরকে শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করতেন। সাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে নারীরা শিক্ষা গ্রহণ করতেন এমনকি বড় বড় সাহবীগণও নারীদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। হযরত জুবায়ের ইবনে মুতইম (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে- 'একবার এক মহিলা রাসূল সা. এর দরবারে এসে কিছু বিষয় শিক্ষা গ্রহণ করলো। বিদায় নিয়ে যাবার সময় রাসূল সা. তাকে বললেন আর জানার মত কিছু থাকলে অন্য সময় জেনে নিও। মহিলাটি আরজ করলো- ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আপনাকে না পাই অর্থাৎ যদি আপনি দুনিয়াতে না থাকেন তখন কি হবে? রাসূল (সা). বললেন- আবু বকর (রা). এর নিকট তখন

শিক্ষা গ্রহণ করিও' (বুখারী ও মুসলিম, তিরমিজী)। উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত- নবী (সা.) স্বয়ং নিজে নারীদেরকে শিক্ষা দিতেন এবং তার অনুপস্থিতিতে অন্য জনের নিকট গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য নারীদেরকে উৎসাহিত করতেন। রাসূল সা. এর যুগে এবং পরবর্তী সময়ে অগণিত মহিয়সী মুসলিম নারী শিক্ষাদান করেছেন এবং তারা শিক্ষকতা করে নিরক্ষরতা দূর করেছেন। হযরত আয়শা (রা.) ছিলেন হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের এক মহান পতি।
চার খলিফা সহ বড় বড় সাহাবীরা তার নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন- "আমরা রাসূল সা. এর সাহাবীরা যখনই কোন মাসআলার ব্যাপারে সন্দেহ বা সমস্যায় পড়তাম তখনই আমরা হযরত আয়শা রা. এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করতাম এবং সঠিক সমাধান পেয়ে যেতাম (তিরমিজী, মিশকাত শরীফ: পৃষ্ঠা-৫৭৪)। পুরুষ সাহাবীগণ মহিলা সাহাবীদের নিকট মাসআলা শিক্ষার জন্য যেতেন যা উক্ত হাদীসে উল্লেখ আছে। এর দ্বারা প্রমাণ হলো- মহিলাদের জন্য শিক্ষকতা করা বা মহিলাদের নিকট গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারে ইসলামের কোনো বাধা নেই। তবে শর্ত হলো সর্বদা পর্দা রক্ষা করতে হবে। কেউ যদি পর্দাহীন হয় তাহলে সে তার চরিত্র ও নৈতিকতা হারিয়ে ফেলবে। আর চরিত্র নষ্ট হলে তো শিক্ষা লাভ করেও লাভ নেই। সাহাবায়ে কেরামগণ (নারী-পুরুষ) শিক্ষার জন্য পরস্পর সাক্ষাৎ করতেন, ইলম ব্যাপারে পরস্পর আলোচনা করতেন সত্য কিন্তু এতে পর্দার কোন ব্যাঘাত ঘটতো না। তারা সর্বদা পর্দা রক্ষা করেই চলতেন।
নারীদের জন্য শুধু প্রাথমিক শিক্ষা নয়, বরং উচ্চ শিক্ষা লাভ করতেও ইসলামের কোনো বাধা নেই। যদি নারীরা পর্দা রক্ষা করে চলতে পারে। কারণ শিক্ষা অর্জন করা একটি ফরজ কাজ এবং এর চেয়ে বড় ফরজ হল পর্দা রক্ষা করা। পুরুষের মত নারীরাও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবে, শিক্ষকতা করবে এবং শিক্ষার প্রসার করবে এ সম্পর্কিত নির্দেশ পবিত্র কোরআনেই রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- 'হে নবী পরিবার! তোমাদের গৃহে যে আল্লাহর বাণী পাঠ করা হয় এবং হিকমত পরিবেশন করা হয় তা তোমরা স্মরণ কর এবং প্রচার কর' (সূরা আহযাব: আয়াত-৩৪)।

# ইসলামে নারীর মর্যাদাঃ

ইসলাম একমাত্র ধর্ম যাতে নারী পুরুষের মধ্যে কোন বৈষম্য না করে নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হয়েছে। প্রাচীন আরব সমাজে নারীর অবস্থা ছিল করুন। সেখানে কন্যা সন্তান জন্ম নিলে পিতা-মাতা অসন্তুষ্ট হতো। কোনো কোনো সম্প্রদায় কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দিত। কুরআন মজিদে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে তাদের কাউকেও যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়,তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতার সত্বেও সে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে দেবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট। (সুরা আন-নাহল,আয়াত:৫৮-৫৯)

মহানবী (সাঃ) এর আবির্ভাবে পর নারী ফিরে পায় স্বীয় মর্যাদা। নবী( সাঃ) একজন সাহাবীকে তার মায়ের ব্যাপারে বলেছেন, জান্নাত তার দু পায়ের নিচে। (নাসারি)

নবী করীম (সাঃ) এর একটি হাদিসের পিতা অপেক্ষা মায়ের অধিকার বেশি বলে উল্লেখ আছে। আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে নারী-পুরুষের সমান মর্যাদার অধিকারী।
আল্লাহ তাআলা বললেন -

নিশ্চয়ই আমি নষ্ট করে দেই না তোমাদের মধ্য থেকে কোন আমলকারীর আমলকে, সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক, তোমরা একে অপরের অংশ। (সুরা আলে-ইমরান,আয়াতঃ১৯৫)

ইসলামে স্বামীর সংসারে স্ত্রীর বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত। আল্লাহ তায়ালা বলেন-
هن لباس لكم وانتم لباس لهن.

অর্থ:তার (স্ত্রীরা) তোমাদের ভূষণ আর তোমরা (স্বামীরা) তাদের ভূষণ।( সূরা আল-বাকারা,আয়াতঃ১৮৭)

মহান আল্লাহ আরও ঘোষণা করেন,

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

অর্থ: আর নারীদের তেমনি ন্যায় সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। (সূরা আল-বাকারা,আয়াত:২২৮)

নারীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকার ব্যাপারে মহানবী সাঃ বিদায় হজের ভাষণে বলেন,

অর্থঃ তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তোমরা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারাবন্ধ হয়ে তাদের গ্রহণ করেছ। (তাফসিরে তাবারি)

সম্পত্তি লাভের বেলায়ও ইসলাম নারীকে পিতা ও স্বামীর উভয়ের সম্পত্তির অধিকারিনী করেছে। প্রয়োজনীয় বিদ্যার্জন এবং অর্থ উপার্জনে ইসলাম নারীদের অনুমতি দান করেছে।
আমাদের দেশে অধিকাংশ পরিবারে দেখা যায় যে, পিতা মাতা ইন্তেকালের পর উত্তরা অধিকার সূত্রে যা প্রাপ্য তা থেকে নারীদের বঞ্চিত করার চেষ্টা করা হয়। এ ধরনের কাজ কুরআন সুন্নাহর আলোকে হারাম। যারা এরুপ করবে পরকালে তাদের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

নারী শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিঃ

জ্ঞানার্জনের কোনো বিকল্প ইসলামে নেই। সুতরাং ইসলাম জ্ঞানের আলোকবর্তিকা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। ফলে ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর হতে থাকে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে জ্ঞানচর্চার যে প্রবাহ শুরু হয়, নারীরাও সেখানে শামিল হয়েছিল। পরবর্তীতে আববাসীয় ও উমাইয়্যা যুগে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে।

ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে উভয়কে সমভাবে জ্ঞানার্জনের আদেশ দিয়েছে। কুরআনের নির্দেশও তাই। কুরআন সকল পাঠককেই আদেশ করছে পড়তে, চিন্তা-গবেষণা করতে, অনুধাবন করতে, এমনকি বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে লুক্কায়িত বিভিন্ন নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে। রাসুল( সাঃ) কাছে প্রথম যে ওহী নাযিল তার প্রথম শব্দ ছিল 'ইকরা' অর্থাৎ পাঠ কর। এখানে স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই পাঠ করতে বলা হয়েছে। সুতরাং জ্ঞানার্জন শুধুমাত্র পুরুষের জন্য সীমাবদ্ধ করা হয়নি, পুরুষের মত নারীকেও জ্ঞানার্জনের পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছে। রাসুল (সাঃ) প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জীবনব্যাপী জ্ঞানের সাধনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমাদের উচিত সর্বদা জ্ঞানার্জনে সচেতন থাকা। এমনকি তিনি ক্রীতদাসীদেরকেও শিক্ষার সুযোগ দেয়ার নির্দেশ দান করেছেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই রাসুল( সাঃ) বক্তৃতার আসরে যোগ দিতেন। বদর যুদ্ধে বন্দীদের শর্ত দেয়া হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে যে কেউ দশজন মুসলিমকে বিদ্যা শিক্ষা দিবে তাদের প্রত্যেককেই বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দেয়া হবে।

ইসলামে ধর্মীয় ও পার্থিব শিক্ষা লাভ করার জন্য নারীকে শুধু অনুমতিই দেওয়া হয়নি; বরং পুরুষের শিক্ষা-দীক্ষা যেমন প্রয়োজন মনে করা হয়েছে, নারীদের শিক্ষা-দীক্ষাও তদ্রূপ প্রয়োজন মনে করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে পুরুষগণ যেমন দ্বীনি ও নৈতিক শিক্ষা লাভ করত, নারীগণও তদ্রূপ করত। নারীদের জন্য সময় নির্ধারিত করা হত এবং সেই সময়ে তারা রাসুল (সাঃ)-এর নিকট হতে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হত। হযরত মোহাম্মদ( সাঃ)-এর স্ত্রীগণ, বিশেষ করে আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা শুধু নারীদের নয় পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তাঁর নিকট হতে বড় বড় সাহাবী ও তাবে'য়ীগণ হাদীস তাফসীর ও ফিকহ্ শিক্ষা করতেন। সম্ভ্রান্ত লোকদের তো কথাই নেই, দাস-দাসীদের পর্যন্ত শিক্ষা দান করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন।

অতএব, মূল শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অবশ্য শিক্ষার প্রকারে পার্থক্য আবশ্যক। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর প্রকৃত শিক্ষা এই যে, তদ্বারা তাকে আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মাতা এবং আদর্শ গৃহিনীরূপে গড়ে তোলা হবে। যেহেতু তার কর্মক্ষেত্র গৃহ, সেহেতু তাকে এমন শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন যা

এ ক্ষেত্রে তাকে অধিকতর উপযোগী করে তুলতে পারে। এ ছাড়া তার জন্য ঐ সকল বিদ্যা-শিক্ষারও প্রয়োজন যা মানুষকে প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ে তুলতে, তার চরিত্র গঠন করতে এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রশস্ত করতে পারে। এই ধরনের শিক্ষা-দীক্ষা প্রত্যেক নারীর জন্য অপরিহার্য। এরপর কোনো নারী যদি অসাধারণ প্রজ্ঞা ও মানসিক যোগ্যতার অধিকারিণী হয় এবং এ সকল মৌলিক শিক্ষা-দীক্ষার পরও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে চায়, তাহলে ইসলাম তার পথে প্রতিবন্ধক হবে না। তবে শর্ত এই যে, কোনো অবস্থায়ই সে শরী'আতে নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করবে না। শরী'আতের গণ্ডির মধ্যে থেকে তাকে উচ্চ শিক্ষালাভ করতে হবে।

ইসলাম যেভাবে পুরুষের উপর শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন ফরয করে দিয়েছে, ঠিক তেমনি এটা ফরয করে দিয়েছে নারীদের উপর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলিমদের তাঁর উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেছেন। এ ঘোষণায় তিনি পুরুষ বা মহিলা কাউকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেননি। তিনি আরও বলেছেন,জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপরই ফরয।এখানেও নর ও নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে পুরুষ ও মহিলা উভয় সম্প্রদায়ের প্রত্যেককেই জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গোটা মানব জাতিকে ধবংস হতে উদ্ধার করার লক্ষ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐ বাণী সে যুগে এমন নজিরবিহীন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, যে যুগে পৃথিবীর কোথাও নারীর কোনো রকম ইয্যত-সম্মান ছিল না। তথাকথিত উন্নত জাতির লোকেরাও নারীদেরকে মানবের স্তর হতে বহিষ্কার করে জীব-জন্তুর স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। মহান আল্লাহ অশেষ রহমত করে তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষার মাধ্যমে শুধু পুরুষদেরকেই নয়, বরং নারীদেরকেও সঠিক মানবতা ও মর্যাদার উঁচু চূঁড়ায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। বর্বরতার যুগে ক্রীত দাস-দাসীদের মান-ইয্যত বলতে কিছুই ছিল না। কিন্তু ইসলামের শিক্ষার মাধ্যমে তারাও এত উচ্চ আসনে আসীন হয়েছেন যে, অনেক সম্মানিত ব্যক্তিরাও তাঁদের নিকট হতে দীনি শিক্ষা গ্রহণের মুখাপেক্ষী হয়েছেন।

ইসলামের শিক্ষার আলোকে পুরুষদের মধ্য হতে যেমনি আবূ বকর, উমার, উসমান, আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম এবং হাসান বসরী, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী এর মত

মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ঘটেছিল, ঠিক তেমনি আয়েশা, হাফসা, শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ, কারীমা বিনতে মিকদাদ, উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুন্নার মত মহিয়সী নারীও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মোটকথা, ইসলামের নির্ধারিত সীমা ও গণ্ডির মধ্যে অবস্থান করেই সে যুগের মহিলাগণ আত্মসংশোধন এবং জাতির খিদমতের উদ্দেশ্যে দীনি-শিক্ষা লাভ করতেন এবং নিজ সন্তানদেরকে এমন আদর্শবান করে গড়ে তুলতেন, যাতে তাঁরা নিজেদের যুগের পথিকৃৎ রূপে কওমের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন।

শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করার জন্য নারী জাতিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু হাদীসে তাকীদ দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য শিক্ষা-দীক্ষাকে যেরূপ জরুরী মনে করা হয়েছে, মহিলাদের জন্যও তেমনি আবশ্যক মনে করা হয়েছে। পুরুষরা যেমন মহানবী (সাঃ)-এর নিকট তা‘লীম গ্রহণ করতেন, তেমনি করতেন নারীরাও। শুধু মহিলাদেরকেই নয়, বরং দাসীদেরকেও শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘‘যার নিকট কোনো দাসী আছে এবং সে তাকে শিক্ষা দান করে, ভালভাবে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করে, ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা দেয়, এবং মর্যাদা দান করে, তার জন্যে রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।

পুরুষ সাহাবীগণ যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতেন, তেমনি মহিলা সাহাবীগণও নিঃসংকোচে জ্ঞান অর্জন করতেন। সুতরাং সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যেমন পুরুষ মুফতী ছিলেন, তেমনি ছিলেন মহিলা মুফতী। উমর, আলী, যায়েদ ইবন সাবিত, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম প্রমুখ পুরুষ সাহাবীদের ন্যায় আয়েশা সিদ্দীকা, উম্মে সালমা, হাফসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুন্না প্রমুখ মহিলা সাহাবীগণও ফতোয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করতেন। মর্যাদাসম্পন্ন বহু পুরুষ সাহাবী তাঁদের নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করতেন এবং তাঁদের ফতোয়া মেনে নিতেন। তিরমিযী শরীফে আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সূত্রে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, ‘‘আমাদের মাঝে যখনই কোনো হাদীসের বিষয় নিয়ে সমস্যা দেখা দিত, আমরা তখনই আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার নিকট জিজ্ঞাসা করলে তার সমাধান পেয়ে যেতাম।

ইলমে দীন শিক্ষা লাভ করার জন্য ইসলাম নারী জাতিকে শুধু সুযোগই দেয়নি বরং ফরয করে দিয়েছে। পুরুষগণ যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট 'ইলমে দীন শিক্ষা লাভ করতো, তেমনি মহিলাদের জন্যও 'ইলমে দীনের শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রীতদাসীদেরকেও শিক্ষা দেয়ার জন্য নির্দেশ দান করেছেন। ইমাম বুখারী (র.) তাঁর সহীহ্ বুখারী গ্রন্থে মহিলা শিক্ষা সম্পর্কে পৃথক একটি শিরোনামও দিয়েছেন। যার বিশ্লেষণের দ্বারা নারী শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থারই গুরুত্ব বোঝা যায়। সাহাবা এবং তাবে'য়ীদের যুগেও বিকল্প পন্থায় মহিলাদের ইসলামী শিক্ষার প্রচলন ছিল। সে যুগে মহিলাদের মধ্যে বড় বড় বিদূষী, বিজ্ঞানী এবং হাদীসবেত্তা বিদ্যমান ছিলেন। আয়েশা, আসমা, উম্মে দারদা, ফাতেমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুন্না প্রমুখ মহিলা সাহাবীদের 'ইলমে যোগ্যতা ও ইসলামী আইন বিদ্যা সম্পর্কে তাবাকাতে ইবনে সা'দ এবং মুসনাদে আহমদে বিবরণ রয়েছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর নিকট হতে অনেক সাহাবী ও তাবে'য়ী দীনের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করতেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ''তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।'' এ হাদীসে কুরআনের 'ইলম শিক্ষা করার জন্য বলা হয়েছে। আর এ শিক্ষা পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের জন্য সমভাবে প্রয়োজন। প্রখ্যাত জ্ঞানপ্রবর মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বেহেশতী জেওর নামক গ্রন্থে লিখেছেনঃ এলাকার মুসলিম মহিলাদেরকে একত্র করে দীনি শিক্ষা দেয়া একান্ত দরকার।'' শুধু নামায রোযার আহকাম, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ও সামান্য তাসবীহ-তাহলীল জানলেই ইসলামী জ্ঞানার্জন হলো না, বরং ইসলামী আকাইদ, ইবাদত, ব্যবহারিক জীবন ও সামাজিক জীবনের বিধি-বিধানের 'ইলম অর্জন করা এবং অপর মুসলিমকে শরীয়তের অনুসরণে সংশোধন করা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই জরুরী। দীনের শিক্ষা ছাড়া বিধি-বিধানের সংস্কার সম্ভব নয়।

অমিয়া বাগদাদী নাম্নী জনৈকা মহিলা মদীনাতে ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট 'ইলমে হাদীস এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট 'ইলমে ফিকহ শিক্ষা লাভ করেন। এমনিভাবে ইসলামের প্রথম যুগে মহিলারা হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ এর বিশদ জ্ঞান অর্জন করে দীনের প্রচারণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আর এ শিক্ষা ব্যবস্থা ও

প্রচারণা পর্দাহীনভাবে হয়নি। বরং পর্দার মাধ্যমেই হয়েছে। ‘‘মাদখাল’’ নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, অতীতে মুসলিম মনীষীদের পত্নীগণ ইসলামী শরীয়তের বিষয়াদি লিখে মহিলাদের নিকট ব্যাপকভাবে প্রচার ও শিক্ষাদান কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যার ফলে তাঁদেরই গর্ভে বড় বড় আলেম, ফকীহ ও ইমামের জন্ম হয়। যাদের দৃষ্টান্ত বর্তমান বিশ্বে দূর্লভ। পুরুষদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সকল সুযোগ-সুবিধা আছে পর্দাজনিত কারণে মহিলাদের ক্ষেত্রে তা নেই। স্বাভাবিকভাবেই তাদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সীমিত। কাজেই পুরুষদের মত মহিলাদেরও বিকল্প শিক্ষা পদ্ধতি থাকা দরকার। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বলেনঃ এ সকল ফিতনা বা অসুবিধার জন্য শিক্ষা দায়ী নয়, বরং শিক্ষা পদ্ধতি অথবা পাঠ্যক্রম কিংবা ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনাই একমাত্র দায়ী।’’ সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত ইসলাম বিরোধী তথা মানবতা বিরোধী সহশিক্ষার বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করত, মুসলিম মহিলা শিক্ষার ব্যবস্থা ব্যাপক করা এবং মহিলাদের চরিত্র গঠনসহকারে শরী‘আতের নীতি অনুসারে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র মুসলিম মহিলা বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো দরকার।

## নারীদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্বঃ

নারীদের শিক্ষা দীক্ষা কেমন হওয়া উচিত কোথায় হওয়া উচিত? তাদের শিক্ষার পদ্ধতি ও রুপ রেখা কেমন হওয়া উচিত? আল্লাহ তাআলা এই বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من ايات الله والحكمة

তোমাদের ঘরে আল্লাহর যে আয়াত ও প্রজ্ঞা বাণী পাট করা হয়, তা স্মরণ করো ।

সূরা নূরে নারীদের পবিত্রতা ও পর্দা সম্পর্কে কিছুটা বিষদ আলোচনা করা হয়েছে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা নূর শিক্ষা দেওয়ার প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন,

علموا نساءكم سورة النور

তোমরা তোমাদের নারীদের সূরা নূর শিক্ষা দাও।

কুরআন সুন্নাহ হয় আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশিত পবিত্র শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে মুসলিম মেয়েদেরকে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পাঠানো না জানি কোন চেতনা, আত্মমর্যাদা ও অগ্রগতির বিষয়! নিশ্চয় এটি মুসলিম মেয়েদের প্রতি অন্যায় অবিচার, তাদের দীন ও ঈমান এবং লজ্জা ও শালীনতা ধ্বংস করার কুৎসিত ষড়যন্ত্র। যদি দীনই জ্ঞান অর্জন বাদ দিয়ে দুনিয়াবি জ্ঞান বিজ্ঞান ও শাস্ত্র ডিগ্রি অর্জনের জন্য মেয়েদেরকে কলেজ ভার্সিটিতে পাঠানো হয়, তাহলে স্মরণ রাখতে হবে, নারীসত্তার জন্য এসব থেকে অজ্ঞ থাকাই আল্লাহ তাআলার নিকট অধিক পছন্দনীয় বৈশিষ্ট্য। এজন্য আল্লাহ তা'আলা মুমিন নারী বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

الغافلات المؤمنات

তারা হবে দুনিয়াবী অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে অজ্ঞ এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী

এর বিপরীতে বর্তমানে নারী উন্নয়নের উন্মাদনার প্রতি খেয়াল করলে দেখবেন, মুসলিম মেয়েদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা না দিয়ে দুনিয়াবী শিক্ষা দীক্ষা অর্জনের জন্য বিদেশে পাঠানো হচ্ছে। ইউরোপ আমেরিকা ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মতো অইসলামিক দেশের ইউনিভার্সিটিতে পাঠানো হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে হিদায়েত ও আত্মমর্যাদা বোধের নেয়ামত দান করুন। আমিন।

## আধুনিক বিশ্বে নারী শিক্ষা ও ইসলামের অবস্থানঃ

বর্তমান বিশ্বে নারী শিক্ষা উন্নয়নের অন্যতম প্রধান সূচক। অনেক মুসলিম দেশের নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কিছু জায়গায় এখনো ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা ও সামাজিক কুসংস্কারে নারী শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

ইসলাম আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষাকে সমর্থন করে, যদি তা মানবকল্যাণ ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসা, বিজ্ঞান,প্রযুক্তির, সাহিত্য, গবেষণা ও প্রশাসনে নারীদের অংশগ্রহণ ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ।পর্দার সাথে নারীরা করতে পারবে।

আজকের বিশ্বে মুসলিম নারীরা ডাক্তার, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী,গবেষক ও প্রশাসক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

## যুগে যুগে নারী শিক্ষার স্বরূপ বিশ্লেষণঃ

সমাজের এক অংশকে বাদ দিয়ে অন্য অংশ কোন দিনই উন্নত হতে পারে না এ সত্য মানুষ অনুধাবন করতে শুরু করেছে। সমাজসেবা দেশাত্মবোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারী জাতির সার্থকতা আমাদের নবী( সাঃ) এর বিরাট বিজয়। ব্যক্তিসত্তার পূর্ণতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে মৌলিক অধিকার হিসেবে নবী( সাঃ) শিক্ষার অধিকার দিয়েছেন।

## নবী সাঃ এর যুগে নারী শিক্ষাঃ

শিক্ষা গ্রহণ সকল নর-নারীর অবশ্যই কর্তব্য। ইসলামের প্রথম যুগে মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয়ের মেয়েরাও অধ্যায়ন করতেন।মসজিদে স্ত্রী পুরুষ একই সঙ্গে নামাজ পড়তেন। তখনও অবস্থা সম্পন্ন লোকেরা গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করে মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন। অথচ অজ্ঞতার যুগে নারীদের হেয় প্রতিপন্ন করা হতো।তাই লেখাপড়া শেখানো ছিল কল্পনাতীত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম নারী-পুরুষের জন্য শিক্ষা ফরজ ঘোষণা করেন। তিনি পুরুষদের যেভাবে তালিম দিতেন নারীদেরও অনুরূপভাবে শিক্ষা দিতেন। তিনি বিভিন্ন হাদিসে জ্ঞান অন্বেষণে উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি নারীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এ সময় তিনি কেবল তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতেন। ঈদের সময় দেখা যেত তিনি পুরুষদের সামনে ভাষণ শেষ করে নারীদের সমাবেশে চলে যেতেন এবং সেখানে বক্তব্য রাখতেন।

নারীদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য তিনি অভিভাবকদের বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন। শুধু আজাদ নারী নয় ঘরের দাসী বাদীদের ও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত

করেননি। রাসুল সাঃ বলেন যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনটি বোনকে লালন পালন করবে এবং তাদের ভদ্রতার শিষ্টাচার উত্তম চালচলন ও আচার ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে স্বাবলম্বি হতে সাহায্য করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল হে আল্লাহর রাসূল সাঃ কেউ যদি দুজনের জন্যই এরূপ করে? তিনি বললেন, দুজনের জন্য এরূপ করলেও হবে।

ইসলাম ধর্মের আলোকে নারী শিক্ষার চারটি
সুফলঃ

ইসলাম ধর্মে জ্ঞান অর্জন করা নর-নারী উভয়ের জন্যই ফরজ বা অবশ্যকর্তব্য। ইসলামে নারী শিক্ষার ফলে সমাজ ও পরিবারে এক যুগান্তকারী ও ইতিবাচক পরিবর্তন আসে।

নিচে নারী শিক্ষার চারটি প্রধান সুফল তুলে ধরা হলো:
১. আদর্শ পরিবার গঠন ও সুসন্তান প্রতিপালনঃ

সন্তানের প্রথম পাঠশালা হলো মায়ের কোল। একজন শিক্ষিত ও ধর্মভীরু মা সন্তানকে শৈশব থেকেই ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, নৈতিকতা, সততা এবং মানবিক মূল্যবোধের পাঠ দিতে পারেন। ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সৎ ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে।

২. ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিপালন ও সচেতনতা বৃদ্ধিঃ

নিজের ধর্ম, ঈমান, আকীদা এবং ইবাদত-বন্দেগির সঠিক নিয়মকানুন জানার জন্য নারীর শিক্ষিত হওয়া জরুরি। ধর্মীয় জ্ঞান বা 'ইলমে দ্বীন' অর্জনের মাধ্যমে নারীরা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে পারে এবং হালাল-হারামের পার্থক্য বুঝে নিজেদের জীবন পরিচালনা করতে পারে।

৩. স্বাস্থ্য সচেতনতা ও আত্মরক্ষাঃ

ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার পাশাপাশি জাগতিক শিক্ষা স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও সামাজিক বিষয়ে নারীদের সচেতনতা বাড়ায়। এর ফলে তারা নিজেদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন হতে পারে, যা একটি সুস্থ ও সবল পরিবার গঠনে সরাসরি ভূমিকা রাখে।

৪. সমাজ বিনির্মাণ ও সেবামূলক ভূমিকাঃ

ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই নারীরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিকিৎসাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। শিক্ষিত নারীরা সমাজে শিক্ষা বিস্তার, চিকিৎসাসেবা এবং নারীদের কল্যাণে কাজ করার মাধ্যমে সামগ্রিক সমাজ ও অর্থনীতির উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হন।

## ফরজে কিফায়া ও অন্যান্য জ্ঞানঃ

সমাজের প্রয়োজন মেটাতে বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জন ফরজে কিফায়া। নারী ডাক্তার, শিক্ষিকা, নার্স বিজ্ঞানী গবেষক সমাজের জন্য অপরিহার্য। ইসলামী আইনের মূল নীতি আদ দারুরাত তুবিহুল মাহাযুরাত অনুযায়ী, নারীদের চিকিৎসার জন্য নারী ডাক্তার প্রয়োজন। তাই নারীদের চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়া সমাজের উপর ফরজে কিফায়া, যা নারীদের মাধ্যমেই পূরণ হতে হবে।

# উপসংহারঃ

নারী শিক্ষায় একটি জাতির উন্নয়নের প্রধান চাবিকাঠি। ইসলাম নারীকে শিক্ষা গ্রহণের পূর্ণ অধিকার প্রদান করেছে এবং জ্ঞান অর্জনকে নারী পুরুষ উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক করেছে। ইসলামের ইতিহাসে বহু শিক্ষিত নারী সমাজ উন্নয়ন, জ্ঞান চর্চা ও মানব কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

বর্তমান যুগে নারী শিক্ষার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি শিক্ষিত নারী শুধু নিজের জীবনই পরিবর্তন করেন না, বরং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাই নারী শিক্ষাকে বাধা গ্রস্থ না করে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণ করে নারী শিক্ষাকে আরও বিস্তৃত করতে হবে।

সমাজের সকল স্তরে নারী শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা গেলে একটি আদর্শ, উন্নত ও নৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। ইসলাম নারী শিক্ষার বিরোধী নয়,বরং নারী শিক্ষার অন্যতম প্রধান সমর্থক।

# তথ্যসূত্রঃ

পবিত্র কুরআন
সহি আল বুখারী
সহীহ মুসলিম
তাফসির ইবনে কাসির
রিয়াদুস সালেহীন
ইসলাম ও নারী শিক্ষা বিষয় বিভিন্ন গবেষণা ও জার্নালা।